প্রথম আলো

21 JUL 200

বৃহস্পতিবার ২১ জুলাই ২০০৫

ডিগ্রি পরীক্ষায় শতভাগ ব্যর্থ কলেজ আড়াই গুণ বেড়েছে

৮৭টি থেকে কোনো শিক্ষার্থীই পাস করেননি

বোরহানুল হক সম্রাট

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০০৪ সালের ডিগ্রি, সাবসিডিয়ারি ও সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষায় একজনও পাস করেননি– এমন কলেজের সংখ্যা আড়াই গুণ বেড়েছে। এসব কলেজের কোনো কোনোটা থেকে মাত্র একজন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়েছিলেন। আবার শতভাগ সফল কলেজগুলোর অর্ধেকেই পরীক্ষার্থী ছিলেন মাত্র একজন। গতকাল বুধবার একযোগে সারা দেশে এ ফল প্রকাশিত হয়েছে।

অনুসন্ধানে দেখা যায়, এবার মোট ১ হাজার ২২৮টি কলেজের মধ্যে ৮৭টি কলেজের কোনো শিক্ষার্থীই পাস করেননি। এ ধরনের কলেজের সংখ্যা গত বছর ছিল ৩৭টি। এ বছর যেসব কলেজ থেকে একজনও পাস করেননি তার উল্লেখযোগ্য হচ্ছে চাঁদপুর সরকারি মহিলা কলেজ। এ কলেজ থেকে চারজন পরীক্ষা দিলেও কেউ পাস করেননি। শতভাগ ব্যর্থ এসব কলেজের মধ্যে সর্বোচ্চ ১০ জন করে পরীক্ষার্থী ছিলেন নাচোল কলেজ ও সিরিয়াল ডিগ্রি কলেজে।

সূত্র জানায়, শতভাগ ব্যর্থ এসব কলেজের মধ্যে ১৯টি থেকে মাত্র একজন করে পরীক্ষার্থী অংশ নিয়েছিলেন। আবার দু বা তিনজন পরীক্ষার্থী ছিলেন এমন কলেজের সংখ্যা ৩১টি। এসব কলেজে এমপিওভুক্ত শিক্ষকের সংখ্যা ৫ থেকে ১০ জন রয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক হিসাবে পাঁচজন এমপিওভুক্ত শিক্ষকের জন্য বছরে একটি কলেজে কমপক্ষে ৩ লাখ টাকা শুধু বেতন-ভাতা খাতে ব্যয় হয়।

ওই হিসাব অনুযায়ী ৮৭টি কলেজে দু বছরে শুধু শিক্ষকদের বেতন খাতেই ৫ কোটি ২২ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে।

অনুসন্ধানে দেখা যায়, এবার যে ২২টি কলেজের সকল পরীক্ষার্থী পাস করেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, তার ১১টিতেই পরীক্ষার্থী ছিল মাত্র একজন করে। এর মধ্যে চুনারুঘাট সরকারি কলেজও রয়েছে। ফলে মাত্র একজন পরীক্ষার্থী পাস করায় কলেজগুলো শতভাগ সফল হয়ে যাচ্ছে।

জানা গেছে, শতভাগ সফল কলেজগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ ৯ জন পরীক্ষার্থী ছিল বিক্রমপুর আদর্শ কলেজে। বাকি ২১টি কলেজের সবগুলোতেই পরীক্ষার্থী ছিল পাঁচজনের মধ্যে, শহিদ বুলবুল সরকারি কলেজে দুজন এবং গজারিয়া সরকারি কলেজে পাঁচজন পরীক্ষার্থী অংশ নেন।

শতভাগ ব্যর্থ কলেজগুলোর বিষয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য অব্যাহতি পাওয়া উপাচার্য অধ্যাপক আফতাব আহমদ প্রথম আলোকে বলেন, বিষয়টি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।